দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..2 5 MAR 2009...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি কলেজে ভর্তি

- ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ
- মন্ত্রী-এমপিরাও তদবির করছেন

॥ নিজামুল হক ও মাহবুবুর রহমান জুয়েল ॥

সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ প্রথম সারির কলেজগুলোর প্রশাসনের উপর চাপ প্রয়োগ করে মেধাক্রমের বাইরে থাকা প্রার্থীদের ভর্তি করাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠনের চাপের মুখে কলেজ অধ্যক্ষ বাধ্য হয়ে ভর্তির অনুমতি দিচ্ছেন। শুধু ছাত্রলীগ নয়, সরকারের প্রভাবশালী সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ ও চাপ আসছে প্রতিনিয়ত-এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট কলেজ প্রধানদের কাছ থেকে। এ অবস্থায় কলেজ অধ্যক্ষরা (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারি কলেজে ভর্তি

(প্রথম পৃঃ পর)

অসহায় হয়ে পড়েছেন। সরেজমিনে দেশের বেশ কয়েকটি কলেজে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান এক অস্থিতিশীল পরিবেশ। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ভর্তি হতে পারেনি। রাজনৈতিকভাবে মেধার বাইরে অন্য শিক্ষার্থীরা ভর্তি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে কলেজ অধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির প্রধানদের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নির্দেশে মেধাক্রমের বাইরে থেকে ভর্তি না করতে বলা হলেও চাপের মুখে এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। একাধিক অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সাথে দেখা করে সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন সমাধান দিতে পারেনি।

এরই মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ২ টি আদেশনামা পাঠানো হয়েছে কলেজ প্রশাসনের কাছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, মেধাক্রম অনুসরণ করে ভর্তি না করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ প্রধানকে জবাবদিহি করতে হবে।

দেশের প্রথম সারির একটি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে মেধাক্রমে পেছনে থাকা শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুপারিশ আসে, অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের কঠোরভাবে বলা হচ্ছে মেধাক্রম অনুসরণের জন্য। এ অবস্থায় আমরা পড়েছি উভয় সংকটে।

ভর্তির সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে অনিয়মের সুযোগ করে দেয়া হয়

প্রতি বছরই রাজনৈতিক চাপে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নির্ধারিত সময়ের পরও প্রতিবার ভর্তির সময় বাড়ানো হয়। ফলে এর মাধ্যমে সুযোগ দেয়া হয় নির্ধারিত মেধাক্রমের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের। যার বৈধতা দেয়া হয় আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। একজন উপাধ্যক্ষ বলেন, গতবার ভর্তির জন্য দীর্ঘ সময় দেয়ার পরও হঠাৎ করেই শেষের দিকে এসে সময় দুইদিন বাড়ানো হল। কিন্তু আসন খালি না থাকায় অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে অন্যত্র চলে গেছে। বর্ধিত সময়ে তাদের জানানো কলেজগুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে আমাদের পক্ষে তখন মেধাক্রমের বিচার করা সম্ভব হয় না। এই উপাধ্যক্ষ বলেন, মেধাক্রমের বাইরে থাকা ভর্তি প্রত্যাশীদের ভর্তি করানোর জন্যই কৌশলে ভর্তির সময় বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের সময় দেয়া হয়েছে ১১ মার্চ পর্যন্ত, ভর্তির সময় দেয়া হয়েছে ২ এপ্রিল এবং বিলম্বফিসহ ভর্তির সময় ধরা হয়েছে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত। এ সময়ের পরও ভর্তির সময় বাড়ানো হলে অনিয়মের আরো সুযোগ করে দেয়া হবে।

ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশে ১৯৯টি কলেজে প্রথম বর্ষে ২৮টি বিষয়ে ১ লাখ ৬৭ হাজার আসন রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থী। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কলেজগুলোর আবেদনের প্রেক্ষিতে আরো ১০ হাজার আসন বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডিন ও অনার্স ভর্তি কমিটির সদস্য ফকির রফিকুল ইসলাম বলেন, সব শিক্ষার্থীর অনার্স পড়ার মানসিকতা দূর করতে হবে। তবুও অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে অনার্স পড়ার সুযোগ দিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

বর্তমান পদ্ধতির মাধ্যমে একটি কলেজে মোট আসন সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করা হয়। পরে মেধাক্রম অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পায়। কিন্তু যারা মেধাক্রমের শেষ অবস্থানে রয়েছে তারাও বিভিন্ন চাপ ও সুপারিশের মাধ্যমে ভর্তি হয়। সুযোগ বঞ্চিত হয় মেধাক্রমের প্রথম দিকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা কলেজে এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৭ হাজার শিক্ষার্থী, উত্তীর্ণ হয় ১০ হাজার ১২১ জন। কলেজে আসন রয়েছে মাত্র ৩ হাজার ৩শ। উত্তীর্ণ হয়েও বঞ্চিত হয়েছে ৭ হাজার শিক্ষার্থী। সরকারি বাংলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর বদরুন্নাহার ইত্তেফাককে বলেন, বর্তমান পদ্ধতিতে একটি কলেজে যত সংখ্যক আসন থাকে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করানো হয়। এতে বঞ্চিতরা বিভিন্ন উপায়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে। তখন কলেজ প্রশাসনকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। বরিশাল বিএম কলেজের অধ্যক্ষ ড. নন্দী গোপাল সাহা বলেন, বর্তমান পদ্ধতিতে ভর্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ থাকে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. রফিউজ্জামান ইত্তেফাককে বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে এবারের সমস্যা বিবেচনা করে আগামী বছর থেকে ভর্তি পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা করছি আমরা। শিক্ষার্থী ভর্তিতে ছাত্রলীগ কলেজ প্রধানদের চাপ প্রয়োগ করছে-এমন অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ছাত্রলীগও চায় প্রকৃত মেধাবীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হোক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন, ভর্তির বিষয়ে যদি কোন কলেজে নিয়ম বহির্ভূত কিছু করা হয় সেক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে।